জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 24th Feb. 1954 { ৩৯শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা ১২

C. P. Service

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৫,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬০ সাল

বিরতি

কর্ম্ম-বিরতিতে আরম্ভ
সংগ্রাম-বিরতিতে শেষ

—০—

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যে কর্ম্ম-বিরতি সুরু করিয়া পশ্চিম বাঙলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ বার দিন সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনার পর গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সায়াহ্নে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনাকালে ১৪৪ ধারা অমান্য ও রাজপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগে ধৃত সকল ব্যক্তির মুক্তিদানের সর্ত্তে এবং কার্য্যকরী সমিতির অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষকদের বেতন এবং মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সংগ্রাম প্রত্যাহারে সম্মত হইয়াছেন। শিক্ষকদের দাবী সম্পর্কে সরকারের সহিত আপোষ মীমাংসার আলোচনার পথ অবশ্য উন্মুক্ত থাকিবে।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায়, শ্রীমতী অনিলা দেবী, শ্রীকালীপদ কুণ্ডু, শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ প্রমুখ জেলে আটক সদস্যবৃন্দ যাহাতে কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থার জন্য ৬০ জন সদস্য বেলা ৪টায় প্রেসিডেন্সী জেলখানায় গমন করেন। ৫টায় কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হয়। সভায় উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলখানার সভা হইতে সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ভারত সভাভবনে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় আসিয়া উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে একদল শিক্ষকদের মধ্যে বিষম বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তকে সমিতির কর্ণধারগণের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিযোগ করেন। তাঁহাদের মতে কয়েকজন মুখ্য সদস্যের মুক্তির জন্য, যাঁহারা শিক্ষকদের সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া নিরাপত্তা আইনে কারাবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও শিক্ষক সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে।

আর একদল শিক্ষক এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হইয়া "নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ" ধ্বনি করিতে থাকেন।

পশ্চিম বাঙলার চীফ সেক্রেটারী শ্রী এন. রায় স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত আদেশ ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রচারিত হয়—

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্ম্মপরিষদের প্রস্তাব সরকার দেখিয়াছেন। শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করিয়া ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীট বা এসপ্লানেড ইষ্টে বাধা সৃষ্টির জন্য ধৃত বা ১২ জনের অনধিক জনের ছোট ছোট দলে রাইটার্স বিল্ডিংস্ বা পরিষদ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা অমান্য সম্পর্কে মাঝে মাঝে ধৃত সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত মামলা, ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইবামাত্রই সরকার প্রত্যাহারের আদেশ দিবেন। হিংসাত্মক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই আদেশ বলবৎ হইবে না।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার উভয়ের সিদ্ধান্ত শুনিয়া মনে হয়—

"দায় (আসামী) মুদ্দই (বাদী) রাজি—
কি করবে তার কাজি।"

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক পক্ষের প্রধান, আর এক পক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন সেন গুপ্ত ও সেক্রেটারী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। যশ ও নিন্দার ভাগী ইঁহারাই হইবেন।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ
সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।
যদি কার্য্যে বিপত্তিস্যাৎ
মুখরস্তত্র হন্যতে॥

প্রাচীন প্রবাদ বাক্যেও আছে—

আগে হাঁটা, প্রসাদ বাঁটা,
প্রদীপ উস্‌কো, পাঁঠা কাটা,
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রসুয়ে বামুন,
কোনও কালে যশ পায় না
এই কয় জন।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক

শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের নিবেদন

তিনি ৪০০ শত ধৃত শিক্ষকসহ মুক্তিলাভ করিয়া বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক-মণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলেন—যে সব শিক্ষক কারারুদ্ধ ছিলেন মুক্তির পর তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মে যোগ দিতে যেটুকু সময় লাগিবে সেই সময়টুকু কর্ত্তৃপক্ষ যেন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন।

আজিমগঞ্জ-ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেসের মধ্যে
দশটী হল্ট ষ্টেশন বন্ধ

আগামী ১লা মার্চ্চ ১৯৫৪ হইতে আজিমগঞ্জ-ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেসের মধ্যবর্ত্তী নিম্নের হল্ট ষ্টেশনগুলিতে ৩৭৯ নং আপ এবং ৩৮০নং ডাউন কাটোয়া-ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস লাইট ট্রেন থামিবে না। ইহার ফলে এই সকল হল্টের যাতায়াতের টিকিট বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে। হল্টগুলির নাম :—পোড়াডাঙ্গা, আমলাবাড়ী, নওপাড়া, ছামুগ্রাম, দক্ষিণপাড়া, নিস্তা, গদাইপুর খিদিরপুর, মহান্দীপুর, হিরণপুর।

কেবলমাত্র মহীপাল, আহিরণ ও সাহানগর হল্ট ষ্টেশন খোলা থাকিবে।

হাসপাতালের জন্য সরকারের অর্থ সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের কর্ত্তৃপক্ষকে বর্ত্তমান আর্থিক অসুবিধা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে ৫,০০০ টাকা তদর্থক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

অশীতিপর বৃদ্ধের পরলোক

গত ২৮শে মাঘ রঘুনাথগঞ্জের প্রবীণতম চাউল ব্যবসায়ী হরিপদ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

বিচারে বিহার !

—•—

লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গ ভঙ্গের যুগে যখন বাঙলায় আন্দোলন ঘোরতর হইয়া উঠে, তখন আট দশ বৎসর হইতে সুরু করিয়া ষোল সতের বৎসর বয়স্ক ছেলেরাও সাহেব দেখিলেই গান গাইতে আরম্ভ করিত—

ফিরিঙ্গী আর কি দেখাস ভয়,
দেহ তোদের অধীন বটে
মন তো তোদের নয়!
হাত বাঁধবি, পা বাঁধবি,
না হয়, ধ'রে জেলে দিবি,
মনের দুয়ার বন্ধ করার কি আছে উপায়!
ফিরিঙ্গী আর কি দেখাস ভয়!

ইংরেজ পুলিশ সাহেবের আমলেও ছেলেরা এই গান গাহিতে পশ্চাৎপদ হইত না। ইংরেজ সাহেব ছেলেদের এই গানে কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই, কাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়া হাজতে বা জেলেও রাখে নাই।

'টুসু' মানভূমের একটি লোকপর্ব্ব বা উৎসব। এই পর্ব্ব উপলক্ষে উৎসবের মধ্যে জনসাধারণের আনন্দ, উৎসাহ, দাবী, আশা, আকাঙ্ক্ষা গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। কখনও কখনও রচিত গানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিলি করা হয়। মানভূমের লোকসেবক সঙ্ঘ ১৬ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া স্বৈরাচারী বিহার সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ শাসনের মর্ম্মব্যথা গানের ছন্দের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছে।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—এক শ্রেণীর অবাঙালী জনগণ "রাধাকিষণ" বলিলেই চটিয়া উঠিয়া যে বা যাহারা ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে তাড়া করে, আর বলে—ও নাম মৎ বোলো, বোলো 'সীতারাম" "সীতারাম"! এই রকম রাগান্বিত ব্যক্তিকে দেখিলেই ছোট ছোট ছেলেরাও "রাধাকিষণ, লোটামে রাধাকিষণ, আঙোছামে রাধাকিষণ, টিকিমে রাধাকিষণ!" বলিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে। বাঙলার মানভূমকে ইংরেজ শাসকেরা অন্যায় করিয়া বিহারের সামিল করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিহারী সরকার স্বীকার করিতে না পারিলেও, মানভূমের টুসু গানে বিহারী সরকার ক্ষেপিয়া গিয়া টুসু সঙ্গীত গায়কদের বিচারে যা তা আরম্ভ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জহরলাল, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ যাঁহার পদমর্য্যাদা, সম্ভ্রম অস্বীকার করিতে পারেন না, এমন সব ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা করিতে বিহারী সরকার একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। শ্রীভজহরি মাহাতো ভারতীয় পার্লামেন্টের সভ্য তাঁহার রচিত একখানি গান নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ধুয়া—শুন বিহারী ভাই—
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।

১। পশু পক্ষীর মত যারা
ডাঙ্গ দেখে দূরে পলায়
আমরা মানুষ, নইতো পশু
স্বরাজেরই অংশ চাই॥

২। হবু রাজার গবু মন্ত্রী
সে রাজে সুখ নাই রে ভাই।
(তাই) জনগণের শাসন হবে
মাতৃভাষার রাজ্য চাই॥

৩। বিচারবুদ্ধি সব দেখিলাম
যুগের দাবী নাটকটায়।
নির্দ্দোষীকে দোষী করে
পূরে দিল জেহেলটায়।

৪। জজ সাহেবের অবিচারের
কি পরিচয় দিব ভাই,
জনশাসন চাও যদি রে
বাংলা বই আর গতি নাই।

৫। মোদের ভূমি মানভূমেতে
গাড়ব রাম রাজ্যটাই
ভজহরির মনের আশায়
পারবি নারে দিতে ছাই।

—ভজহরি মাহাতো।

এই ভজহরি বাবুকে (পার্লামেন্টের সভ্য) গ্রেপ্তার করিয়া কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধীর আদরের পাত্র লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ৭৪ বৎসরের বৃদ্ধ, তার উপর ব্লাডপ্রেসারের রোগী। তাঁহার বার্দ্ধক্য ও রোগের কথা উল্লেখ করিয়া বিহারী বিচারক করুণা দেখাইয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার নমুনা—অতুল বাবুর সঙ্গী ১১জন আসামীকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিয়া তাঁহাকে করুণা করিয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড একুনে ৯ মাসই সশ্রম কারাদণ্ড দান করিলেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীভাবে রাখিবার আদেশ দিয়া মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে শয়তানের গবর্ণমেণ্ট বলিতেন, সে গবর্ণমেণ্টকেও হার মানাইয়া কংগ্রেস সরকারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ছাড়িয়াছেন।

রাজ-সন্নিধানে ভিক্ষার্থী অধ্যাপক

—•—

এক চতুষ্পাঠীর (টোলের) দরিদ্র অধ্যাপক এক রাজবাটীতে অর্থ প্রাপ্তির আশা করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া গিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা কৃতবিদ্য হইলেও কৃপণ। দীন-মলিনবেশী ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র বিরক্ত হইয়া জনৈক ভৃত্যকে আদেশ করিলেন—ইহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় কর। ব্রাহ্মণ সুকবি। অর্দ্ধচন্দ্র মানে যে গলাধাক্কা তা জানেন। রাজার আদেশ শুনিবামাত্র বলিলেন—মহারাজ আমার যে অর্দ্ধচন্দ্রেরই অভাব তা আপনি জানিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমি খুব আনন্দিত হইয়াছি। রাজা মনে করিলেন ব্রাহ্মণ অতি মূর্খ। অর্দ্ধচন্দ্র মানে আধখানা চাঁদ মনে করিয়াছে। অবজ্ঞাভরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—অর্দ্ধচন্দ্র মানে কি তাও বুঝি জানা নাই! কবি অধ্যাপক তখন সদ্যরচিত কবিতাটি বলিলেন—

"ধূলিধূসরিতঃ পলালশয়নাৎ
শূলী কদন্নাশনাৎ
তৈলাভাববশাৎ সদা শিরসি
মে কেশা জটাত্বং গতাঃ।
গৌরেকঃ স চ নৈব লাঙ্গল-
বহো ভার্য্যা গৃহে চণ্ডিকা

যুষ্মত্তো যদি চার্দ্ধচন্দ্রমগমং
প্রাপ্তং পদং শাম্ভবম্ ॥"

অর্থ—শিবের সহিত নিজের সমতা বর্ণনা করিয়া কবি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শিবের যেমন সমস্ত দেহ ভস্মাচ্ছাদিত, আমিও "পলাল-শয্যা" বশতঃ ধূলিধূসরিত। ত্রিশূল ধরেন বলিয়া শিব শূলী—আমি কদন্ন ভক্ষণ করিয়া শূলব্যাধিগ্রস্ত শূলী হইয়াছি। শিবের মাথায় জটা আছে—আমারও তৈলের অভাবে মাথার চুলে জটা হইয়াছে। একটি গরু আছে সেটিও শিববাহন ষণ্ডের ন্যায় লাঙ্গল বাহে না। শিবের ভার্য্যা চণ্ডিকা, আমার ভার্য্যাও চণ্ডিকা অর্থাৎ কোপনস্বভাবা প্রচণ্ডা। আমার সব বিষয়েই শিবের সহিত সাদৃশ্য আছে। শিবের কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, আমার সেইটির অভাব। মহারাজ! আপনি যদি সেই অর্দ্ধচন্দ্র আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি শম্ভুর অর্থাৎ শিবের পূর্ণপদ প্রাপ্ত হই।

রাজা ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য দেখিয়া অবাক হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাজকোষ হইতে তাঁহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। আজকাল রাজার ভাগ্যে এমন পণ্ডিতও মিলে না, পণ্ডিতের ভাগ্যে এমন রাজাও মিলে না।

ঝড় বৃষ্টি

গত সোমবার সমস্ত দিবস মেঘলা মেঘলা থাকিয়া অপরাহ্ণ আন্দাজ তিনটার সময় সামান্য ঝড়সহ বেশ বৃষ্টিপাত হইয়াছে। খনা বলিয়াছেন—

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ"।

মাঘের শেষ দিকে বর্ষণ না হইয়া ফাল্গুনের এক-তৃতীয়াংশ অতীত হইলে ভগবান বরুণদেবের কৃপা হইল। ইহাতে রবিশস্যের উপকার হইবে না। আমের মুকুল এবার নাবী হইলেও অনেক গাছের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেগুলির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

হাসপাতালের জন্য সরকারী সাহায্য

নর্থ সুবারবন হাসপাতালের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য এবং বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের যক্ষ্মা চিকিৎসার শয্যাসমূহের ব্যয় নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ হাসপাতাল এবং দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারকে ১০০০০ টাকা করিয়া তদর্থক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বালুরঘাট হাসপাতালে আরও ১০টি শয্যা

বালুরঘাট সহরে নূতন স্থানে ৫৮টি শয্যা সমন্বিত সদর হাসপাতাল স্থাপন সাপেক্ষে তথাকার বর্ত্তমান সদর হাসপাতালে আরও ১০টি শয্যা স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১,৫০০ টাকা এককালীন ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৯৪ খাং ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী দিং দেং জাহিরুদ্দিন সেখ দাবি ২৬৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মোমিনটোলা ২৪ শতকের কাত ৩৶০ আঃ ৫৲ খং ৯৬৮

৬৩৭ খাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠি দেং করমতুল্যা মোল্লা দিং দাবি ৪২৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ৬-২৯ শতকের কাত ১৯৸১১ আঃ ৩৫৲ খং ১২৫

৫৪২ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং প্রমথ নাথ দাস দিং দাবি ১৩৶১০ থানা স্থতি মৌজে ফতেউল্যাপুর ১৷৩৷০ বিঘার কাত ১৷৫ আঃ ৫৲

৫৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৸৬ মৌজাদি ঐ ৫৶০ বিঘার কাত ৪৷৶১০ আঃ ১০৲ ১নং লাট ১৶০ বিঘা, ২নং লাট ১৶০ বিঘা, ৩নং লাট ১৷০ বিঘা, ৪নং লাট ১৷০ বিঘা মোট ৫৶০ বিঘা।

৫৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৷৩ মৌজাদি ঐ ২৷৩ বিঘার কাত ২৷৶০ আঃ ৫৲ দাগ নং ১০৪, ১০৫।১০৮।১০৯।১১২।১১৩।১১৪।১১৭।১৭২

৫৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৶৩ মৌজাদি ঐ ২৶০ বিঘার কাত ১৸৶০ আঃ ৫৲

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং সহ ডিঃ বীণাপাণি দেবী দিং দেং সিদ্দিক হোসেন মোল্লা দিং দাবি ৫১৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাহুরা ২৮ শতকের কাত ষোল আনায় ৫৶১ ডিক্রীদারগণের নিজাংশে ২৷৶৭ পাই আঃ ৫৲ খং ৮৯ রায়ত স্থিতিবান।

১৯ খাং ডিঃ বিরজাকান্ত সরকার মৃতান্তে ওয়ারিশ পুত্র সুধীরকুমার সরকার দিং দেং পূর্ণচন্দ্র চৌকিদার মৃতান্তে ওয়ারিশ অনিলকুমার হাজরা দিং দাবি ২৪৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতকমল ৩ শতকের কাত ২৷০ আঃ ৫৲ খং ১০৮ কোর্ফা স্বত্ব

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট

জরুর গ্রামের অধিবাসী বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির প্রাক্তন চেয়ার-ম্যান কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন বলিয়া কালিকাতা গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত জরুর গ্রামের তদানীন্তন অন্যতম জমিদার স্বর্গত উমাকান্ত রায় মহাশয়ও প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে উক্ত আদালতের অবৈতনিক যুগ্ম বিচারকের অন্যতর ভাবে বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই কবিরাজ মহাশয় মরণোন্মুখ ব্যক্তির অন্তিম জবানবন্দী লইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন। সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী পি. এন. নস্করের এজলাসে কবিরাজ মহাশয় কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করিতেছেন।

কলিকাতায় শিক্ষক-সত্যাগ্রহ সংগ্রামে বন্দী

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রীপ্রভাতনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅবনীকুমার রায় শিক্ষকদ্বয় এবং রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রীফণিভূষণ বণিক, শ্রীঅবনীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীহরগোপাল চট্টোরাজ শিক্ষকত্রয় কলিকাতা সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া ধৃত ও প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামী হইয়া প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। গত সোমবার ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৫৭২ থাং ডিঃ আচার্য্য চৌধুরী ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার দেং তাজেমান মণ্ডল দিং দাবি ৩৭।৶৩ থানা সুতী মৌজে নুরপুর ৩৮৪৮ বিঘার কাত ৪৷৷০ আঃ ২০৲ থং ১১২ রায়ত স্থিতিবান।

নোটীশ

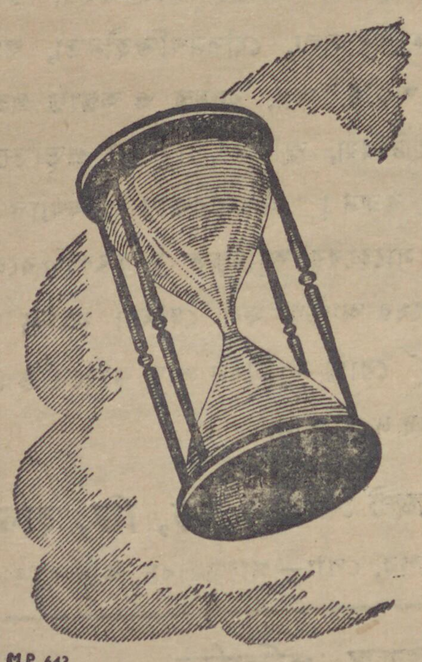

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাই-তেছে যে, জঙ্গিপুর মহকুমার অধীন সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩৫নং খতি-য়ানের লিখিত ৭৷৷০ টাকার জমা এবং রতনপুর মৌজার ১৫৭নং ও ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩২নং খতিয়ানের লিখিত ১৫৶৭ পাই জমা যাহা বিমলসিং কুঠারী জমিদার মহাশয়ের অধীনে স্থিতিবান স্বত্বে প্রচলিত আছে উক্ত জমার সম্পত্তি ইংরাজী ১৯৩৭ সাল হইতে মর্গেজ ডিগ্রীমুলে খরিদ করিয়া ও পরে বিভাগ বন্টননামা মূলে সম্পূর্ণরূপে মালিক হইয়া অদ্যাবধি ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ৩৭ (ক) ধারা মামলা উপস্থিত হওয়ায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বাকী খাজনা করাইয়া ১৯৪৫ সালের ২৩৫নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ১৬।৬।৪৫ তারিখে জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালতের প্রকাশ্য নিলামে আমাদের মাতুল শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয়ের বেনামীতে এবং ১৯৪৫ সালের ৬১৩নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ২৮।১১।৪৫ তারিখে আমাদের অপর মাতুল শ্রীরাসবিহারী দাস (উভয়ের সাং জিয়াগঞ্জ পিতা ৺শ্রীরাম দাস) মহাশয়ের বেনামীতে নিলাম খরিদ করিয়া উক্ত দুইটী জমার সম্পত্তিতে যথারীতি বয়নামা গ্রহণে আদালত সাহায্যে দখল লইয়া উক্ত সম্পত্তি আমরা মালিক স্বরূপে অদ্যাবধি দখল ভোগ করিয়া আসিতেছি ও করিতেছি। জিয়াগঞ্জ সাকিমের শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরাসবিহারী দাস মাতুলদ্বয় মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত সম্পত্তির আমাদের বেনামদার মাত্র হইতেছেন। তাঁহাদের উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল বা অধিকার কখনও ছিল না বা নাই। উক্ত রঘুনাথ দাস ও রাসবিহারী দাস মহাশয়গণের উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তা-ন্তর করিবার স্বত্ব বা অধিকার নাই। তাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তান্তর করিলে তন্মূলে হস্তান্তর গৃহীতার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অর্জ্জিত হইবে না। তদ্দ্বারা আমরা কোন প্রকারে বাধ্য হইব না। ভবিষ্যত হস্তান্তর গৃহীতাগণকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই নোটীশ দেওয়া হইল। ইতি ১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৪ সাল।

স্বাঃ ১। শ্রীবৈদ্যনাথ দাস ২। শ্রীভোলানাথ দাস
৩। শ্রীশম্ভুনাথ দাস ৪। শ্রীবিশ্বনাথ দাস
সাং জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

পূর্ণপাত্র
শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুজয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ — সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ – কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা
"ভোলানাথ ধাম" – ৩৩।১, বিডনষ্ট্রীট, ও ২০, সিনাগগ, ষ্ট্রীট–কলিকাতা। ৩১–১, পটুয়াটুলি, ঢাকা

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা
ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।